بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)'র যুগে আরবের বাইরে বিরোধীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানগুলির বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১৯ আগস্ট, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন। তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণায় খেলাফত আমলে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতায় আজ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সিরিয়া অভিযানের কথা উল্লেখ করা হবে।

যখন তিনি বিদ্রোহী মুরতাদদের দমন করা শেষ করলেন এবং আরব স্থিতিশীল হয়ে উঠল, তখন তিনি বহিরাগত বিরোধীদের আগ্রাসন আটকাতে রোমবাসীদের {শাম প্রদেশ (বর্তমানে শাম বা সিরিয়া)'র শাসন ব্যবস্থাকে রোম সাম্রাজ্য এবং এর রাজাকে রোমের সিজার বলে অভিহিত করা হত।} বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করলেন। তবে এ বিষয়ে এখনো কাউকে অবহিত করেননি। এহেন চিন্তা-ভাবনার মধ্যে হযরত শুরাহ্বিল বিন হাসানাহ (রা.) তাঁর সমীপে এসে নিবেদন করলেন, হে রসূলের খলীফা, আপনি কি সিরিয়ায় সেনা অভিযানের কথা ভাবছেন? তিনি (রা.) বলেন, 'হ্যাঁ, নিয়্যত আছে, কিন্তু এখনো কাউকে জানানো হয়নি। কিন্তু আপনি কি কারণে এ প্রশ্ন করেছেন?' উত্তরে তিনি (রা.) বললেন যে আমি স্বপ্ন দেখেছি এবং এরপর স্বপ্নের বিষয়বস্তু তুলে ধরলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) দীর্ঘ স্বপ্ন শুনে বললেন: তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রশান্তি লাভ করুক। তুমি একটি উত্তম স্বপ্ন দেখেছ এবং তা ফলপ্রসু হবেই; ইনশাআল্লাহুতাআলা! তুমি তোমার এই স্বপ্নে বিজয় এবং সেই সাথে আমার মৃত্যুর সুসংবাদও দিয়েছ, এ কথা বলতে বলতে তাঁর (রা.)'র চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। অতঃপর, তিনি (রা.) তার স্বপ্নের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বর্ণনা করলেন, যাতে বিজয়ের বিবরণ এবং তাঁর মৃত্যু সংক্রান্ত সংবাদ ছিল।

যাইহোক, তিনি যখন সিরিয়া বিজয়ের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন

পরামর্শের জন্য হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত আবু উবাইদা ইবনে আল্ জারাহ (রাযিআল্লাহু আনহুম) এবং বদরী ও অন্যান্য সাহাবীদের মধ্য থেকে মহান হিজরতকারী ও আনসারদের ডেকে আনলেন, যখন এই মহান সাহাবীগণ তাঁর সকাশে উপস্থিত হলেন; তিনি (রা.) বললেন: আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি অপরিসীম, কর্মের মাধ্যমে এর প্রতিদান দেয়া অসম্ভব। তাই আল্লাহ্ তাআলার সদা সবর্দা গুণকীর্তণ করতে থাক। তিনিই তোমাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে এক শাশ্বত কলেমার উপর একত্রিত করে দিয়েছেন।..... আজ আরব হ'ল সংঘবদ্ধ একটি জাতি - এক মাতার সন্তান। আমার অভিমত হ'ল আমি তাদেরকে সিরিয়ায় রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাঠাব, যে নিহত হবে সে শহীদ হবে এবং যে বেঁচে থাকবে সে ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করে বেঁচে থাকবে।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) নিবেদন করলেন, আল্লাহ্‌র কসম! কল্যাণের যে বিষয়েই আমরা আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছি, আপনি সর্বদাই তাতে আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এই উদ্দেশ্যেই আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম যেটি আপনি এইমাত্র বর্ণনা করলেন। নিশ্চয় আপনার মতামত সঠিক এবং খোদা আপনাকে সঠিক পথের দিশা প্রদর্শন করেছেন। মজলিসের সকল অভ্যাগতরাও তাঁর মতামতকে সমর্থন জানিয়ে নিবেদন করেন; আমরা আপনার কথা শুনব এবং মান্য করব, আমরা আপনার আদেশ অমান্য করব না এবং আপনার আহ্বানে সাড়া দেব।

তাঁর আদেশে হযরত বিলাল (রা.) জনসমক্ষে ঘোষণা করলেন, হে লোক সকল! আপনারা রোমান শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করুন এবং মুসলমানদের আমির হবেন হযরত খালিদ বিন সাঈদ (রা.)। সিরিয়া বিজয়ের ধারাবাহিকতায়, হযরত আবু বকর (রা.) সর্বপ্রথম ১৩ হিজরীতে হযরত খালিদ বিন সাঈদ (রা.)'র নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। আর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত আবু বকর (রা.) যখন মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এগারোটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে পাঠান, তখন তিনি হযরত খালিদ বিন সাঈদকে সিরিয়ার সীমান্ত রক্ষার জন্য তায়মা যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে অবিচল থাকার নির্দেশ প্রদান করেন।

হযরত আবু বকর (রা.) মদীনাবাসী ছাড়াও অন্যান্য এলাকার মুসলমানদেরকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করেন এবং তাদেরকে জেহাদে যোগ দিতে উৎসাহিত করেন। একই উদ্দেশ্যে তিনি (রা.) ইয়ামেনের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি পত্রও লেখেন। এবং হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)'র হাতে সেটি প্রেরণ করেন। হযরত আনাস ইয়ামেনবাসীদেরকে কার্যকরীভাবে সেই বার্তা পৌঁছে দিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন এবং তাঁর আগমনের সুসংবাদের বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.) কে অবগত করেন।

অপরদিকে হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ (রা.) তায়মায় এসে সেখানে অবস্থান করেন এবং আশেপাশের এলাকার অনেক গোত্র তাঁর সাথে এসে যোগ দেয়। রোমানরা যখন মুসলমানদের এই বিপুল সেনাবাহিনীর কথা জানতে পারে; তারা তাদের প্রভাবাধীন আরবদের কাছে সিরিয়া যুদ্ধের জন্য সৈন্য চেয়ে পাঠায়। বিষয়টি হযরত আবু বকর (রা.)-কে লিখিতভাবে অবহিত করলে তিনি হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ (রা.) কে ভীত না হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার এবং খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার কথা লিখলেন। সেই মতো তিনি রোমীয়দের দিকে অগ্রসর হন, কিন্তু তাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি তাদের স্থান দখল করেন এবং তাঁর সাথে সমবেত অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে এ সংবাদ প্রেরণ করলে নির্দেশনা আসে,'তোমরা এগিয়ে যাও; কিন্তু এতদূর যেও না যে শত্রুরা পেছন থেকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে বসে। সৈন্যবাহিনীর সাথে অগ্রসর হয়ে তিনি 'বাহান' নামক এক যাজক ও তার সেনাদলকে পরাজিত করেন, অনেককে হত্যা করেন এবং বাহান পালিয়ে গিয়ে দামেস্কে আশ্রয় নেয়। এ

সংবাদ দেওয়ার সাথে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে আরও সেনা চান। সেসময় জাঈশ আল্-বাদল নামে একটি সেনাবাহিনী তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসে।

এরপরও হযরত আবু বকর (রা.) সিরিয়া যুদ্ধের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে থাকেন এবং হযরত ওয়ালিদ (রা.) বিন উতবাকে হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ (রা.)'র সাহায্যের জন্য সিরিয়া পৌঁছতে নির্দেশ দেন। যখন তিনি তাঁর কাছে পৌঁছন, তিনি তাকে বললেন যে মদীনাবাসীরা তাদের ভাইদের সাহায্য করতে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে এবং হযরত আবু বকর (রা.) আরও সৈন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন। এটি শোনার পর তাঁর খুশির ঠিকানা হারিয়ে যায়। আর রোম বিজয়ের আত্মপ্রসাদ যে তাঁরই লাভ হবে এই ভাবনায় তিনি হযরত ওয়ালিদ (রা.) বিন উকবাকে সাথে নিয়ে রোমানদের সুবিশাল সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হন; যার নেতৃত্বে ছিল তাদের সেনাপতি 'বাহান'। মনে হয়; আক্রমণ করার সময়; সাফল্যের চেতনায় তিনি তৎকালীন খলিফার নির্দেশনা উপেক্ষা করেছিলেন এবং পশ্চাৎকে সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে অবহেলা প্রদর্শন করে অন্যান্য আমীরদের আগমনের পূর্বেই রোমানদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি শত্রুসৈন্যদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে থাকেন; সে সময় হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা এবং হযরত যুল-কা'লা ও হযরত ইকরামাও সেখানে ছিলেন। হযরত খালিদ বিন সাঈদ তাঁর পুত্র ও সঙ্গীদের শাহাদাতের সংবাদ শুনে সেখান থেকে পালিয়ে যান। এর পর আরো অনেক সাহাবীও সেনাবাহিনী ত্যাগ করেন। কিন্তু হযরত ইকরামা তার স্থানে অবিচল থাকেন এবং মুসলমানদের সাহায্য করতে থাকলেন। তিনি বাহান ও তার বাহিনীকে হযরত খালিদ বিন সাঈদের পশ্চাদ্ধাবন করতে বাধা দেন। শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজিত হয়ে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এক স্থান যুল-মারওয়ায় পৌঁছন। হযরত আবু বকর (রা.)-কে এ বিষয়ে অবহিত করা হলে তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাঁকে মদীনায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেন,পরবর্তিতে অনুমতি পেয়ে তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন এবং নিজের এই কৃতকর্মের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চান।

হযরত খালিদ বিন সাঈদের এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি, যখন তাঁর কাছে খবর পৌঁছল যে, হযরত ইকরামা (রা.) ও হযরত যুল কালাআ (রা.) ইসলামী বাহিনীকে শত্রুর কবল থেকে বাঁচিয়ে তাদেরকে সিরিয়ার সীমান্তে নিয়ে এসেছে; আর সেখানে তারা সাহায্যের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে; তিনি (রা.) এক মুহূর্তও নষ্ট না করে সৈন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করতে থাকেন। এর জন্য তিনি চারটি বড় বাহিনী প্রস্তুত করে সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। সাহায্য হিসেবে যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে প্রথম বাহিনী পাঠান; যার উদ্দেশ্য ছিল দামেস্ক বিজয় এবং অন্য তিনটি বাহিনীকে সাহায্য করা। এ উপলক্ষে হযরত ইয়াযিদকে পরামর্শ দিতে গিয়ে হযরত আবু বকর বলেন: আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত হল সেই ব্যক্তি যে তার কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করে। যখন তুমি তোমার বাহিনীতে পৌঁছাবে, তখন তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। তাদের প্রতি সদয় হবে। আর যখন তাদেরকে কোন বিষয়ে আদেশ-নিষেধ করবে তখন তা সংক্ষিপ্ত করবে, কারণ অতিরিক্ত কথা অনেক কিছু ভুলিয়ে দেয়। নিজেকে ঠিক রাখলে মানুষ নিজেরাই ঠিক থাকবে এবং নামায যথা সময়ে পরিপূর্ণ রুকু ও সেজদা সহকারে আদায় করবে। এর মধ্যে সম্পূর্ণ বিনম্র ভাব নিয়ে আসবে। এবং শত্রুর দূতরা তোমার কাছে এলে তাদের যথাসম্ভব কম রাখবে এবং দ্রুত তাদের বিদায় করবে, তাদেরকে তোমার সেনাবাহিনীর মাঝে রাখবে এবং তোমার লোকদের তাদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত রাখবে। যখন তুমি নিজেই তাদের সাথে কথা বলবে, তখন তোমার গোপনীয়তা প্রকাশ করবে না, অন্যথায় তোমার বিষয়টি বিভ্রান্তকর হয়ে উঠবে। আর যার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে তাকে সব বিস্তারিত বলা উচিত যাতে সে সঠিক পরামর্শ দিতে পারে এবং ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব কম হতে পারে। রাতের বেলায় তোমার বন্ধুদের সাথে কথা বলো; এর ফলে তুমি অনেক খবর পাবে। নিরাপত্তা

বাহিনীতে আরও লোক রাখতে হবে এবং বাহিনীতে তাদের ছড়িয়ে দিতে হবে; এবং প্রায়শই বিনা নোটিশে তাদের পোস্টগুলির আকস্মিক পরিদর্শন করতে হবে। যাকে আপনি সুরক্ষার ব্যাপারে উদাসীন দেখেছেন তাকে ভালোভাবে শাসন করুন এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবেন না। প্রথম রাতের ডিউটি দীর্ঘ রাখুন কারণ এতে জেগে থাকা সহজ এবং শেষ রাতের ডিউটি কম হওয়া উচিত। যারা শাস্তির যোগ্য তাদের শাস্তি দিতে ভয় পাবে না; এ বিষয়ে নম্রতা দেখাবে না। আবার শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়ো করবে না আবার এটিকে একেবারেই উপেক্ষাও করবে না। তারপর তিনি বললেন, 'তোমার সেনাবাহিনীকে অবহেলা করো না, পাছে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করে তাদের অপদস্থ করো না। মানুষের সাথে তাদের গোপনীয়তা বলে বেড়াবে না। তাদের বাহ্যিকতাকে যথেষ্ট জ্ঞান করবে। এমন লোকদের সাথে বসবে না যারা অকর্মণ্য। সৎ ও বিশ্বস্ত মানুষের সাথে ওঠা বসা করবে। শত্রুদের সাথে মোকাবিলার সময় দৃঢ়তার সাথে তাদের প্রতিহত করবে। কাপুরুষ হয়ো না, সেক্ষেত্রে মানুষও কাপুরুষ হয়ে যাবে। যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের বিষয়ে বিশ্বাসঘাতকতা পরিহার করবে, নয়ত এটি তোমাকে নিঃস্ব করে তুলবে এবং বিজয় ও ঐশী সাহায্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। হুযুর আনওয়ার বলেন; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা যা প্রতিটি নেতার জন্য, প্রতিটি কর্মকর্তার জন্য অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় বাহিনীটির নেতৃত্বে ছিলেন প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী এবং খিলাফতে রাশেদার যুগের বিখ্যাত সেনাপতি হযরত শুরাহ্‌বিল বিন হাসানাহ (রা.), আর তৃতীয় বাহিনীটি 'আমিনুল উম্মাহ' উপাধিপ্রাপ্ত এবং সৌভাগ্যবান সাহাবী যিনি 'আশরা মুবাশারা'র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) ইবনুল জাররাহ'র নেতৃত্বে; যার সাথে হযরত আবু বকর (রা.) আরবের মর্যাদাসম্পন্ন একজন বিখ্যাত যোদ্ধা হযরত কায়স ইবনে হুবিরা (রা.)-কে পাঠিয়েছিলেন।

খুতবার শেষাংশে হুযুর আনোয়ার দারুল রহমতের বাসিন্দা জনাব নাসির আহমদ সাহেব ইবনে আবদুল গনি সাহেবের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন, যিনি ১২ই আগস্ট ২০২২ তারিখে রাবওয়াতে শহীদ হয়েছিলেন। জুমআর নামাযের পরে তার জানাযা গায়েব পড়ানোর ঘোষনা প্রদান করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহয়ুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar(at) 19 August 2022 *Distributed by* Ahmadiyya Muslim Mission .....................*P.O*......................... *Distt*........................*Pin*.........*W.B*	To, _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in